সমকাল

তারিখ 07 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সন্ধ্যায় বন্ধ হবে একুশে গ্রন্থমেলা

■ দীপন নন্দী

রাতের বদলে সন্ধ্যায় শেষ হবে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। নিরাপত্তার খাতিরে রাত ৮টার বদলে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে মেলার দুয়ার। তবে শুক্র ও শনিবার এবং বন্ধের দিনগুলোতে মেলা চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশকরা অসন্তোষ প্রকাশ করলেও নিরাপত্তার খাতিরে এ সময়সীমা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি।

২০১৫ সালে মেলার ২৬তম দিনে মেলা থেকে ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন মুক্তমনা লেখক-ব্লগার অভিজিৎ রায়। এর পরে এ বছর খুন হয়েছেন আরও তিন ব্লগার। খুন হয়েছেন অভিজিতের বইয়ের প্রকাশক জাগৃতির ফয়সাল আরেফিন দীপন। আক্রান্ত হয়েছেন তার আরেক প্রকাশক শুদ্ধস্বরের আহমেদুল রশীদ। সব মিলিয়ে এবারের মেলায় যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বাংলা একাডেমি। সে সঙ্গে মেলার পুরো সময়ই থাকবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

নিরাপত্তা ইস্যু

এ প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান গতকাল রোববার সমকালকে বলেন, 'বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে মেলাটি সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে বন্ধ করার একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। মেলা পরিচালনা কমিটি গঠন করার পরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সে ক্ষেত্রে মেলার দুয়ার বিকেল ৩টার পরিবর্তে বেলা ১১টা বা সাড়ে ১১টার দিকে খুলে দেওয়া হতে পারে।'

একাডেমির এ সিদ্ধান্তকে আরও ভেবে দেখার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহসভাপতি মাজহারুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আমি মনে করি মেলা অবশ্যই রাত ৮টা পর্যন্ত হওয়া উচিত। মেলা আগে শেষ করা থেকে কীভাবে নিরাপত্তা বাড়ানো যায়, সেটি নিয়ে কাজ করতে হবে।' মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'কিছুদিন আগেই আর্মি স্টেডিয়ামে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত উৎসব হয়ে গেল। সেখানে ৫০ থেকে ৬০ হাজার লোকের সম্মিলন ঘটেছিল। ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল। সেটা মাথায় রেখে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও একাডেমি সিদ্ধান্ত নেবে বলে আমি মনে করি। অনেকে অফিস শেষ করে সন্ধ্যার পরে মেলায় আসেন, তারা কিন্তু আসতে পারবেন না। ফলে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবো।'

প্রকাশকদের এ বক্তব্যের জবাবে শামসুজ্জামান খান বলেন, 'শুধু বই কেনাবেচার কথা ভাবলে তো চলবে না, মানুষের জীবনের কথাও তো ভাবতে হবে। সে কারণে এ সিদ্ধান্তকে প্রকাশকদের স্বাগত জানানো উচিত।'

পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে মেলার : গত দু'বারের মতো এবারও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে গতবারের চেয়ে এবার উদ্যানের জায়গা আরও বেশি নেওয়া হবে। প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, উদ্যানে অবস্থিত মুক্তমঞ্চ ও এর আশপাশের এলাকা নিয়ে মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সে ক্ষেত্রে মেলা চলাকালে প্রতিদিনই মুক্তমঞ্চে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।'

শামসুজ্জামান খান বলেন, 'আমরা সবসময় মেলাকে বড় করার পক্ষে। সেজন্যই দুই বছর মেলাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। এবার আরও বেশি জায়গা নেওয়ার কথা ভাবছি।' এবারের মেলার উদ্বোধনী আয়োজনে চেকোস্লোভাকিয়ার বাংলা সাহিত্যের গবেষক ড. মার্টিন থাকতে পারেন বলে জানান তিনি। এদিকে, এবারের বইমেলাতেও থাকবে বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তীর ছোঁয়া। মেলা উপলক্ষে একাডেমির বিগত ৬০ বছরের পথচলা নিয়ে একটি আলোকচিত্র অ্যালবাম প্রকাশ করা হবে। সে সঙ্গে এ সময়সীমাকে কেন্দ্র করে গোটা দশেক নতুন গ্রন্থও প্রকাশ হবে।